দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 FEB 2015
পৃষ্ঠা কলাম

সার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ার পরামর্শ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশে সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিনিয়োগ বাড়াতে 'সার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ সফররত ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) এর প্রতিনিধিরা। শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ১২ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলটির মতে, এই শিল্প পার্ক গড়ে তুললে বাংলাদেশে ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আসবে। এর ফলে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সম্মিলিত উদ্যোগে অপসারণ করা হবে বলেও তারা জানান। গতকাল শুক্রবার শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে এক বৈঠকে তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে মন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বাংলাদেশি পণ্য ভারতের বাজারে সহজে প্রবেশের জন্য অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহারের পরামর্শ দিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। তিনি শুধু ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নয়, দু'দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে ভারতীয় ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করা প্রয়োজন বলেও অভিমত দেন। বৈঠকে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী, আইসিসি'র প্রেসিডেন্ট রূপেন রায়, সাবেক প্রেসিডেন্ট জগদীশ প্রসাদ চৌধুরী, কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ এর পূর্বাঞ্চলের সাবেক চেয়ারম্যান সঞ্জয় বুধিয়, রবি অটো গ্রুপের চেয়ারম্যান রবি পোদ্দার, ইন্ডিয়া-চীন কো-অপারেশন প্রমোশন সেন্টারের চেয়ারম্যান এম.কে. শাহারিয়া, আইসিসি'র মহাপরিচালক ড. রাজিভ সিং, জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এফইএএল জিএমবিএইচ-এর চেয়ারম্যান অসীম ক্রিংবার্গ, প্রধান নির্বাহী ডি.কে. ব্যানার্জি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ মুখার্জি, নর্থ-ইস্ট ইনিসিয়েটিভের উপদেষ্টা নকিব আহমেদসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদেরকে ভারতে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান। ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশি যেসব পণ্যের বিপরীতে অশুল্ক বাধা আরোপ করা হয়ে থাকে, সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দূর করার জন্য ভারতের ব্যবসায়ীরা উদ্যোগ নেবেন বলে তারা মন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন। তারা বাংলাদেশের সাথে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের আশা প্রকাশ করেন।

বৈঠকে প্রতিনিধিদলকে শিল্পমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য ভারতের উদ্যোক্তাদেরকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে বলে তিনি উল্লেখ করেন।